সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগ

পাণ্ডু কলেজে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প পাঠের আসর

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
গুয়াহাটি। ৯ সেপ্টেম্বর

পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পের একটি মনোজ্ঞ আসর অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সাহিত্য অকাদেমি ও বাংলা বিভাগ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের ছিল মোট তিনটি পর্ব। সভার প্রথমে ছিল অতিথি বরণের পর্ব। অতিথি বরণ পর্বের দায়িত্বে ছিলেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা সুচিত্রা বেরা। এই পর্বের শুভারম্ভ হয় বাউলা সঞ্জয়ের কণ্ঠে পরিবেশিত একটি ভাওয়াইয়া গানের মাধ্যমে। সাহিত্য অকাদেমির আঞ্চলিক সচিব দেবেন্দ্রকুমার দেবেশকে একটি অসমিয়া ফুলাম গামোছা ও গ্রন্থ সম্ভার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই পর্বে তিনি সভার স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর সেই দিনের সভামুখ্য হিসেবে উপস্থিত থাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চের বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য ও পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষা ড. আশা শর্মাকে বরণ করে নেওয়া হয়। ড. শর্মার মূল্যবান ভাষণের শেষে এই পর্ব সমাপ্ত হয়। সভার দ্বিতীয় পর্বটি ছিল ছোটগল্প পাঠের আসর।

এই পর্বে প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের তিনজন বিশিষ্ট গল্পকারকে বরণ করে নেওয়া হয়। আমন্ত্রিত সেই গল্পকাররা হলেন দীপঙ্কর কর, পরিতোষ তালুকদার ও শ্রীবরুণ (বরুণকুমার সাহা)। এই পর্বের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য। এক একে গল্পকারেরা তাঁদের স্বরচিত গল্প পাঠ করেন। তাঁদের পঠিত গল্পগুলি উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দের মন ছুঁয়ে যায়। গল্প পাঠের শেষে সেই দিনের পঠিত গল্পগুলির উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিখ্যাত গল্পকার কুমার অজিত দত্ত। সভার তৃতীয় পর্বে ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছোটগল্পের উপর নিবন্ধ পাঠের আসর। এই পর্বে নিবন্ধ পাঠ করেন বাংলা বিভাগ, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ সহযোগী অধ্যাপক ড. শান্তনু রায়চৌধুরি ও বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রসূন বর্মন। ড. রায়চৌধুরীর নিবন্ধটি ছিল তথ্যনিষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা গল্পচর্চার ঐতিহাসিক তথ্য গুলিকে সাজিয়ে পরিবেশন করেন।

অন্যদিকে, ড. বর্মনের নিবন্ধটি ছিল বিষয়নিষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন ছোটগল্পের দেশ-কাল-সময় ও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি তুলে ধরেন। সেই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, কবি-সাহিত্যিক, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকেরা। সভাস্থলে সাহিত্য অকাদেমির পুস্তক-বিপনি ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমের সেই দিনের সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। সভার শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলা বিভাগ, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ড. তিমির দে।